ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যতম একটি বিভাগ হচ্ছে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা,বরিশাল, দিনাজপুর, সিলেট ও গোপালগঞ্জ এই ৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানদানের পাশাপাশি যেমন-গণশিক্ষা,পরিবার কল্যাণ,কৃষি ও বনায়ন,প্রাণিসম্পদ পালন ও মৎস্য চাষ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা,বৃক্ষ রোপণ, বিজ্ঞান,তথ্য ও প্রযুক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিতি, বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি,আদর্শ পরিবার গঠন, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ, নারী-শিশু পাচাররোধ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, মাদক ও জুয়ার কুফল, বাল্য বিবাহ,নারী ও শিশু পাচার, সমাজে অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক ও মৌখিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে ইমামদেরকে উপার্জনক্ষম এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ইমামদের প্রশিক্ষিত করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই ইমাম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই প্রশিক্ষিত ইমামগণ তাদের প্রশিক্ষিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজে যেমন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে অন্য দিকে দেশ ও জাতীয় পর্যায়ে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৯৭ জন জনবলের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ইমামগণ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। শুরু থেকে ৩০ জুন-২০২৪ পর্যন্ত ৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত ৪৫ দিনের মোট ১,১৩,৭৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবে কাজে লাগানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে ৪২,৩৬৫ জনকে রিফ্রেসার্স কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।পর্যায়ক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা এবং নৈতিকতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৬,৮০১ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪,৮০৫ জন ইমাম,মাদ্রাসার ছাত্র ও বেকার যুবককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩১,৩৪৮ জন ইমামকে মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। USAID -এর অর্থায়নে দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ১৫,৭০৩ জন ইমামকে লিডার্স অব ইনফ্লুয়েন্স (LOI) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের আওতায় ২,৩৭,৭২৩ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

দেশ হতে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস দূরীকরণ, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা লক্ষ্যে ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ৫,৯৭,৮৬১ জনকে সন্ত্রাস,জঙ্গীবাদ দমন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিসহ সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইমামদেরকে প্রশিক্ষিত করে তাদের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হচ্ছে, এতে প্রশিক্ষিত ইমামগণ গ্রাম-গঞ্জে মসজিদের জুম'আর খুতবার পূর্বে বয়ানের মাধ্যমে অত্যন্ত ফলপ্রসু ভূমিকা রেখে চলেছেন।

ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০১ সালে ৫৬ নং আইনের মাধ্যমে **"ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট"** গঠিত হয়। ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাষ্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের স্বাবলম্বী করে তোলা। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার ট্রাস্টের অনুকূলে ২ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করেন। শুরু থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকার মোট ৫০,৪০,০০,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে মঞ্জুরী প্রদান করেন। ট্রাস্টের শুরু থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত সদস্যভুক্ত ঋণ হিসেবে ১১,৬৪৩ জনকে ১৫,২১,৫২,০০০/-টাকা এবং আর্থিক সাহায্য (অনুদান) হিসেবে ৪৬,০৩৪ জনকে ১৮,৬০,২১,০০০/-টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ট্রাস্টের সদস্যভুক্ত ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সংখ্যা ৮৪,৩৫৭ জন। ট্রাস্টের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন মারাত্মক দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব, দুরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদি জনিত কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন আকস্মিকভাবে মৃত্যবরণ করলে তার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, ইমাম বা মুয়াজ্জিনের মেধাবী ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান, ইমাম বা মুয়াজ্জিনকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান এবং তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ সাধনকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ। দেশের যে কোন মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন মাসিক ১৫/- (পনের) টাকা হারে চাঁদা দিয়ে এ ট্রাস্টের সদস্য হতে পারেন। ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন সদস্য-সচিব ও ৭ জন সদস্য সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে **"ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট"** পরিচালিত হয়ে আসছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় চেয়ারম্যান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক, ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিচালক, সদস্য-সচিব-এর দায়িত্ব পালন করেন।